ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১০, সংখ্যা ২৪, সেপ্টেম্বর, ২০২৩

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 10th Issue 24th, Sept., 2023

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

আশিস রায়

কার্যকরী সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor : 8.111

[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],

Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150, Vol. 10th Issue 24th, 25th Sept., 2023, Rs. 850/-

E-mail : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১০ ম বর্ষ ও ২৪ তম সংখ্যা

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ISSN : 2582-3841 (Online)

2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিষ্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২

ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন

ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনন্যা

বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০

ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

অন্তর্মুখী ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলকাব্যে জাদুবাস্তবতার প্রভাব
রিম্পা হাটি ৩০১
স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটগল্পে পরিবেশ ও
মানুষের দ্বান্দ্বিক খতিয়ান
দীপা ঘোষ ৩১০
নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী জীবনে সংগীত :
একটি তাত্ত্বিক আলোচনা
প্রীতম কাঠাম ৩২১
মাহমুদুল হকের 'খেলাঘর' : আত্মগ্লানির মর্মমেঘে
স্বাধীনতার হাতছানি
আব্দুল সামাদ ৩৩০
কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' : 'মায়া' প্রসঙ্গের
এক অনবদ্য রূপায়ণ
ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য্য ৩৪০
উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর
ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটভিত্তিক একটি অনুসন্ধান
প্রসেনজিৎ সাউ
পঞ্চানন দেওয়াশী ৩৪৮
বাংলা নাটকে জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
সেখ ইদ মহাম্মদ ৩৫৩
কাব্যতত্ত্বে যতীন্দ্রনাথ : কবিতায় দ্যুতি ও দীপ্তি
শম্ভুনাথ কর্মকার ৩৬৪
কমল চক্রবর্তীর পরিবেশ চেতনা : প্রসঙ্গ 'অরণ্য হে'
রাখী গরাঁই ৩৭২
ভরত নাট্যশাস্ত্রে সংগীততত্ত্ব : একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা
কল্পিতা দাস ৩৮০
কাশীদাসী মহাভারত : কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান
সৌমিলি দেবনাথ ৩৮৯

নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী জীবনে সংগীত : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রীতম কাঠাম
সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ,
মুগবেরিয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রায়পুরে পিতার কাছে সংগীতের হাতেখড়ি এবং ফিরে আসার পর কলকাতায় বিভিন্ন ওস্তাদদের কাছে সংগীত এবং বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা তথা সংগীতের তাত্ত্বিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ। গায়ক রূপে কলেজ জীবনে বন্ধুমহল তথা কলকাতায় সুনাম অর্জন, ব্রাহ্মসমাজ তথা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান এবং গায়ক রূপে মধ্যমণি হয়ে ওঠা, সংগীতের গ্রন্থ প্রণয়ন, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে সংগীত পরিবেশনের একাধিক মুহূর্ত এই আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথের জীবনকালকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করলে; একটি ভাগ গৃহস্থ জীবন ও আরেকটি সন্ন্যাস জীবন। তাঁর গৃহী জীবনে (২২ বছর পর্যন্ত) ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বের মাঝেও গৃহস্থ জীবনে সংগীতের যে অপরিসীম গুরুত্ব, তা এই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু।

সূচক : সংগীত, নরেন্দ্রনাথ, শিক্ষা, পাখোয়াজ, কণ্ঠস্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ।

মূল বিষয় :

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংগীত:- নরেন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষার সূচনা পিতা বিশ্বনাথ দত্তর হাত ধরেই। কৃতি আইনজীবী বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একাধারে কাব্য, সাহিত্য ও সংগীত প্রেমী। তিনি সংগীতের শুধু পারদর্শী ছিলেন না, রীতিমতো ওস্তাদদের কাছে সংগীতশিক্ষা করেছিলেন। শ্রী বিশ্বনাথের পিতা দুর্গাপ্রসাদ মহাশয়ও সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। মহেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভ্রাতার লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে- "পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্তের কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ছিল এবং বেশ গাহিতে পারিতেন"।[১] এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে নরেন্দ্রনাথ বংশপরম্পরায় সঙ্গীতকে পেয়েছেন। এরপর মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পিতার সংগীত চর্চা নিয়ে আরেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন "পূজনীয় বিশ্বনাথ দত্ত জীবনের এক সময়ে ওস্তাদ রাখিয়া কিছু সংগীতও অভ্যাস করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থান কালে তিনি আপনার মনে মাঝে মাঝে বেশ সু-স্বরে গাহিতেন"।[২] এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি কিছুকাল পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ রায়পুরে অবস্থানকালীন সংগীত চর্চা করেছেন বলে শুধুমাত্র অনুমান করা যায়; ওনার সংগীত শিক্ষা সম্পর্কে কোথাও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া

যায় না। এমনকি ওনার সঙ্গীত গুরু সম্পর্কেও তথ্য অজ্ঞাত। আরেকটি পুস্তকে ওনার টপ্পা, ঠুংরি ও গজল গানের সঙ্গে বিশেষ পরিচিতি ছিল বলে জানা যায়, যেখানে উল্লেখ আছে নরেন্দ্রনাথ পিতার কাছে এই সকল সংগীতশিক্ষা করেছিলেন যে-

"সংগীতেও হাতেখড়ি এইখানে হয়।
পিতৃপাশে টপ্পা ঠুংরি গজল আদায়"-[৩]

উল্লেখযোগ্য যে তিনি আইনি ব্যবসার কারণে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন সংগীত চর্চার বিখ্যাত স্থানগুলিতে যেমন লক্ষ্ণৌ, দিল্লি, লাহোর, রাজপুতানা, ইন্দোর, রায়পুর, বিলাসপুর ইত্যাদি শহরে বসবাস করেছেন। সংগীত পীঠস্থানে বসবাস করেছেন এবং এই ধরনের সংগীত-শিক্ষা করেননি, সংগীতপ্রেমী বিশ্বনাথ এই সুযোগ ছেড়েছেন বলে মনে হয় না। বিশ্বনাথ দত্তের সংগীত বিষয়ে আরেকটি প্রামানিক গ্রন্থে পাওয়া যায় যে "বিশ্বনাথ অতিশয় সংগীত প্রিয় ছিলেন এবং তার কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার। তিনি সাগ্রহে স্থির করেন যে নরেনের সংগীতশিক্ষা করা উচিত; কারণ সংগীতকে তিনি অনাবিল আনন্দের উৎস মনে করতেন"।[৪] নরেন্দ্রনাথের গান প্রসঙ্গে ভ্রাতা ডক্টর বি. এন. দত্ত এক জায়গায় বলেছেন, "নরেন্দ্র শাস্ত্রীয় সংগীতে একজন সুদক্ষ গায়ক ছিলেন। এই রুচি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন তার পিতার কাছ থেকে। পিতাও যৌবনে কিছুকাল সংগীত চর্চা করেছিলেন"।[৫] উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই সংগীত সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট তথ্যের দ্বারা নরেন্দ্রনাথের সংগীত জীবনে পদার্পণ সম্পর্কে সন্ধিহান হলাম। অন্তত তাঁর পিতামহের জীবনকাল থেকে দত্তবংশের সংগীত চর্চার ইতিহাস আমরা পাই।

সংগীত শিক্ষা:- রায়পুরে বসবাসকালীন পিতা বিশ্বনাথের কাছেই ১৩/১৪ বছর বয়সেই নরেন্দ্রনাথের সংগীতে হাতেখড়ি বলে আমরা জানতে পারি। সেই হিসেবে প্রথম গুরু পিতা বিশ্বনাথকেই স্বীকার করতে হয়। এ সম্পর্কে স্বামী শ্যামানন্দ তাঁর পুস্তকে স্পষ্ট বলেছেন-

"সংগীতেও হাতেখড়ি এই খানে হয়।
পিতৃপাশে টপ্পা ঠুংরী গজল আদায়"।[৬]

রায়পুরে সম্ভবত দেড় বছর বসবাস করেছিলেন সপরিবার বিশ্বনাথ দত্ত। যাইহোক এর থেকে আমরা নরেন্দ্রনাথের প্রাথমিক সংগীতশিক্ষার কথা জানতে পারি। এরপর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কলকাতা ফেরার পর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ যথাক্রমে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপরেই প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৮১খৃঃ) এবং এফ.এ.পরীক্ষা স্কটিশচার্চ থেকে দিয়েছিলেন।[৭] যতদূর জানা যায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর কিংবা কলেজ জীবনের প্রথম অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের ওস্তাদদের কাছে সংগীত শিক্ষার সূচনা হয়। পিতা বিশ্বনাথ, নরেন্দ্রনাথের পদ্ধতিগত সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন শ্রী বেণীগুপ্তের কাছে।[৮]

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লেখক প্রমথনাথ বসু জানিয়েছেন "সুপ্রসিদ্ধ সংগীত বিশারদ আহম্মদ খাঁর শীষ্য বেণীগুপ্ত নামে একজন ওস্তাদের নিকট তিনি সংগীত-শিক্ষা করিয়াছিলেন"।[৯] প্রসঙ্গত বলে রাখি; আহম্মদ খাঁ নামে একাধিক খেয়াল গায়ক কলকাতায় এসেছিলেন, মনে করা হয় বেহালার বিখ্যাত বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীতগুরু আহম্মদ খাঁর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] তিনি এও জানান যে বেণীগুপ্তের কাছে নরেন্দ্রনাথ চার থেকে পাঁচ বৎসর সংগীত শিক্ষা করেছিলেন এবং আরো জানান যে, নরেন্দ্রনাথ "কলেজের পড়াশোনা অপেক্ষা উহাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন"।[১১] নরেন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতগুরু বেণীগুপ্ত বা বেনী ওস্তাদ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের একটি নিবন্ধে আমরা পাই "স্টারে 'চৈতন্যলীলা'র সময় থেকে যতগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় নাটক অভিনীত হয়, তাহার গীতগুলি সুরতালে সংযোজিত করিবার ভার সঙ্গীতাচার্য স্বর্গীয় বেণীমাধব অধিকারী গ্রহণ করেন। ইনি রামায়েৎ বৈষ্ণব; সুপ্রসিদ্ধ গায়ক আহম্মদ খাঁর প্রধান ছাত্র ও শহরে একজন উচ্চ শ্রেণীর গায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন"।[১২] আরেকটি জায়গায় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন "সুপ্রসিদ্ধ সংগীতাচার্য বেনীমাধব অধিকারী 'দক্ষযজ্ঞে'র গানগুলির সুমধুর সুর সংযোজনা করিয়াছিলেন"।[১৩] যেহেতু আমরা প্রথমেই জানতে পেরেছি এই বেণী ওস্তাদ বা বেনীগুপ্ত বা বেনী মাধব অধিকারী, আহম্মদ খাঁয়ের ছাত্র, এবং এই বেণী ওস্তাদের নামের বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উক্তি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, নরেন্দ্রনাথের প্রধান সংগীতগুরু বেনীমাধব অধিকারী মহাশয়।

ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর মাতার মুখে এও শুনেছিলেন যে, কাশী ঘোষালের কাছেও নরেন্দ্রনাথ সংগীত শিক্ষা (বাদ্যযন্ত্র) করেছিলেন। প্রচলিত আছে যে কাশী ঘোষাল আদি ব্রাহ্মসমাজের পাখোয়াজ বাদক ছিলেন, সম্ভবত নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ওই যন্ত্রটি তথা তবলার বাদনকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।[১৪] কাশী ঘোষালের পাখোয়াজ বাদন সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লেখে পাওয়া যায় যে এই কাশী ঘোষাল আদতে ছিলেন ব্রহ্মসংগীত রচয়িতা। তিনি ছিলেন সাধারণ ব্রহ্মসমাজ ভুক্ত। কলকাতায় আগমনের সময় হিসেবে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৯৩ খৃঃ উল্লেখ করায় উনার কাছে নরেন্দ্রনাথের পাখোয়াজ শিক্ষা অসম্ভব বলে মনে হয়। শাস্ত্রির মহাশয় আরো উল্লেখ করেছেন তিনি আদতে পাখোয়াজ বাদক রূপেও পরিচিত ছিলেন না।[১৫] মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামীজীর বৃহৎ জীবন কথায় উল্লেখ আছে,– "তিনি দুজন সুপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ আহম্মদ খাঁ ও বেণী গুপ্তের শিক্ষাধীনে চার-পাঁচ বছর কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত শিক্ষা করেছিলেন এবং অনেকগুলি যন্ত্র বাজাতে পারতেন, যদিও গানেই তিনি বেশি পারদর্শিতা দেখান"।[১৬] স্বামী শ্যামানন্দ রচিত গ্রন্থ মতে একাধিক ওস্তাদের কাছে নরেন্দ্রনাথের সংগীত তথা বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা হয়েছিল বলে জানা যায় যথা- বেণী গুপ্ত, আহম্মদ খাঁ, উজীর খাঁ, বড় ও ছোট দুন্নি খাঁ, কানাইলাল ঢেড়ি, জগন্নাথ মিশ্র, শংকর

প্রভৃতি। যাইহোক ডক্টর বি. এন দত্ত, প্রমথনাথ বসু, স্বামী শ্যামানন্দ প্রভৃতির বক্তব্য থেকে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পিতার পরেই নরেন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত-শিক্ষা হয়েছিল বেণী গুপ্ত / বেণীওস্তাদের কাছেই। দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন- "বেণী ওস্তাদের কাছে যখন নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত সংগীত শিক্ষা করতেন, সে সময় হয়তো কলকাতার নানা কলাবতদের কাছে নরেন্দ্রনাথ যাতায়াত করতেন"।[১৭] এর থেকে কিছুটা অনুমান করা যায় সংগীত শিক্ষার পাশাপাশি নরেন্দ্রনাথ তবলা, পাখোয়াজ, এসরাজ, শ্রীখোল প্রভৃতি যন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। ডক্টর বি. এন. দত্ত, কাশীচন্দ্র ঘোষালকে নরেন্দ্রের সম্ভাব্য পাখোয়াজ শিক্ষক রূপেও জানিয়েছেন "শ্রী মহেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ বেণী ওস্তাদের বাড়িতে পাখোয়াজ শিখতেন। সেজন্যই তার কোন পাখোয়াজ আমরা আমাদের বাড়িতে দেখিনি"।[১৮] কিন্তু বেনী ওস্তাদ পাখোয়াজ বাদক ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। তিনি নিঃসন্দেহে একজন বড় সঙ্গীতজ্ঞ, এটা আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি। তবে অনেক সঙ্গীতজ্ঞগণ কিন্তু তবলা এবং পাখোয়াজ্ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বিষয়টি গ্রহণীয় হতেও পারে।

নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ও কলকাতার সংগীত জগতে খ্যাতি লাভ :- নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে বিশেষ করে গানের ক্ষেত্রে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর ভাষণের কণ্ঠস্বর যারা শুনেছেন তাঁদের লেখা পড়লে অনায়াসেই বোঝা যায় যে তিনি একজন সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। 'তার গান যে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করত তার কারণ, তিনি সংগীতে রসসঞ্চার করতে পারতেন। সংগীতের মূল কথা যে রস সৃষ্টি তা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করতেন এবং সেজন্যই তার গান শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করত'।[১৯] নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ছিল। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে স্বামীজীর একজন জীবনীকার প্রমথনাথ বসু জানান "বন্ধুবর্গের নিকট অবস্থানকালে নরেন্দ্র প্রায়ই সংগীত দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিতেন। তাহারাও এনকোর এনকোর (চলুক চলুক) ধ্বনিতে তাহাকে এক মুহূর্ত বিশ্রামের অবকাশ দিতেন না। তিনি উৎসাহে অধীর হইয়া ক্রমশ গানে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কোথা দিয়া চলিয়া যাইতো কেহ টের পাইতেন না।[২০] তাঁর কণ্ঠস্বর কি প্রকৃতির ছিল সে বিষয়ে রোমাঁ রোলাঁর একটি মন্তব্যে তিনি জানান "বক্তৃতা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঐশ্বর্যময়, গম্ভীর কণ্ঠস্বর অধিকার করে ফেললো বিপুল মার্কিন অ্যাংলো শ্রোতৃমন্ডলীকে, যারা বিবেকানন্দের বর্ণের জন্য প্রথমে তাকে হীনতার সঙ্গে দেখেছিলেন"। মিস জোসেফাইন ম্যাকলিয়ডের মতে "তার কণ্ঠস্বর ছিল ভায়োলেনসেলোর মতো চমৎকার, গম্ভীর হলেও তার মধ্যে প্রবল বিসদৃশ কিছু ছিল না; তা ছিল গভীর স্পন্দনে ভরা যা সভাস্থল এবং শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃস্থল পূর্ণ করে তুলত। শ্রোতাদের একবার শোনাবার সুযোগ পেলে তিনি কণ্ঠস্বরকে এমন গভীর খাদে নিমগ্ন করতে পারতেন যে তার শ্রোতৃবর্গের অন্তর পর্যন্ত বিদীর্ণ হত!"। এস্মা কালভে, যিনি

বিবেকানন্দের সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর মতে, স্বামীজীর কণ্ঠ ছিল খাঁদ ও তীব্র স্বরের চমৎকার মধ্যবর্তী এবং চীনা কাঁসরের মতো কম্পনময়"।[২১] বিশেষ করে মাদাম কাল্ভের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ স্বর পরিচিতি থেকে জানা যায় যে বিবেকানন্দের ছিল জোয়ারীদার কণ্ঠস্বর। মহেন্দ্রনাথ আরেক জায়গায় বলেছেন মাস্টারমশাই অর্থাৎ শ্রীম এবং নরেন্দ্রনাথের সংগীতের আসর সম্পর্কে " নরেন্দ্রনাথের গলার স্বর মোটা ও খাদে, মাস্টারমশাই এর গলার স্বর মৃদু ও ললিত অর্থাৎ একজনের হইল খাদসুর, অপরের হইল মেয়েলি সুর। দুইজনের কণ্ঠস্বর মিশ্রিত হইয়া এক মধুর শব্দ নিঃসৃত হইত এবং তক্তপোষ থাপড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ তালদিত।[২২]

নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৮-১৯। পড়াশোনা, জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সংগীতের মতো বিষয়েও নরেন্দ্রনাথের প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৮৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দেই তিনি পরিচিত মহলে গায়ক রূপে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন বিশেষ করে ধ্রুপদাঙ্গ গানে। সংগীতশিক্ষা কিন্তু সে সময়েও চলেছিল রীতিমতো। সু-কণ্ঠ হওয়ার দরুন কলেজ জীবনে বন্ধুমহলে সংগীত শ্রবণের আবদার পুরন তো তিনি করতেনই, রীতিমতো বিভিন্ন সংগীতচক্র থেকে তাঁর ডাক আসতে শুরু করে। মোটামুটি দু-তিন বছর সংগীত শিক্ষা তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন এই সময়ে কিন্তু পারিবারিক পরিস্থিতি নরেন্দ্রনাথকে বেশিদিন সংগীতের সাথে যুক্ত থাকতে দেয়নি। পিতার মৃত্যু, সংসারে অভাব-অনটন, জ্ঞাতি-বিবাদ, সংসারের ভরন-পোষণের তাড়না প্রভৃতি নরেন্দ্রনাথকে আর সংগীতশিক্ষার সাথে বেশি দিন জুড়ে রাখতে পারেনি কিন্তু তাই বলে তিনি একদম সংগীত ছেড়ে দিয়েছেন; এটা বলা যাবে না, কারণ পরবর্তীকালে তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে সংগীতে নিমগ্ন থেকেছেন। যাইহোক, সুকণ্ঠ গায়ক রূপে নরেন্দ্রনাথের খ্যাতি সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শুধু বন্ধু ও পরিচিতি মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ব্রাহ্মসমাজের মত নানান স্থানে। সুদূর দক্ষিণেশ্বর থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব নরেনের কণ্ঠে সংগীত শোনার জন্য নরেনের বাড়িতে মাঝেমধ্যে আসতেন এবং গান শুনে মুহুর্মুহু ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। এই খবরও আমরা কথামৃত তথা বিভিন্ন গ্রন্থে পেয়ে থাকি। নরেন্দ্রনাথকে দেখাযায় ব্রাহ্মসমাজের তিনটি ভাগেই (আদি, নববিধান, সাধারণ) স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সেখানকার উপাসনা প্রভৃতিতে নিয়মিত গান গাইতেন। "ব্রাহ্মসমাজে নরেন্দ্রনাথ রবিবাসরীয় উপাসনা কালে মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত গাহিয়া সভ্যগনের চিত্ত বিনোদন করিতেন"।[২৩] গিরিজা শংকর রায় চৌধুরী বলেছেন- "স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের একজন সুগায়ক ছিলেন। পরমহংসদেব তার গান শুনিয়া সমাধি লাভ করিতেন। বাস্তবিক তাহার গানের খ্যাতি অল্প নহে। তাহার স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা মুক্ত সদাশিব ভাব বিরাজ করিত যাহাকে তাহার বন্ধু ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শিল্পরসবোধ সম্পন্ন সদাশিব ভাব বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (artist nature and Bohemian

temperament)। যখন দার্শনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়া তিনি সংশয়বাদে সমাচ্ছন্ন, তখন কেবল এক সঙ্গীতই তাহার নিকট অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্তা বহন করিত"।[২৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে সংগীত :- নরেন্দ্রনাথের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেটাও ছিল সংগীত উপলক্ষে। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা এখানে বলাটা আবশ্যক। তিনি ছিলেন নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী তথা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য। "১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। উক্ত দিবসে তিনি নরেন্দ্রনাথের সংগীত শ্রবণে প্রীত হইয়াছিলেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আগ্রহের সহিত তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিদায় কালে নরেন্দ্রনাথকে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান"।[২৫] আরেক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে "আমাদের প্রতিবেশী সুরেশ চন্দ্র মিত্র তার বাড়িতে রামকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে নরেন্দ্রকে গান গাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং এইভাবে তাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়"।[২৬] শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়ে বাংলা জীবনী-গ্রন্থ তথা ইংরেজি জীবনী-গ্রন্থে সাল নিয়ে একটু মতানৈক্য দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলা জীবনী গ্রন্থ গুলিতে স্বামী শ্যামানন্দ বলেছেন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর,(শ্রী বিবেকানন্দ কাব্য গীতি পৃষ্ঠা ৬৪), সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারও একই কথা বলেছেন অথচ ইংরেজি জীবনীগ্রন্থে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের কথা বলা হয়েছে। আলোচনা সাপেক্ষে ইংরেজি সালটি গ্রহনীয়।

এরপরেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাথে বিভিন্ন সাক্ষাতের প্রধান অঙ্গই ছিল সংগীত। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতেও দেখতে পাই এরকম অসংখ্য উদাহরণ। নরেন্দ্রনাথ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব-পূর্ণসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার প্রধান অংশই ছিল সঙ্গীত কেন্দ্রিক। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, শুধু কথামৃতে নরেন্দ্রের সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একটি পৃথক বই বা অধ্যায়ে তা বর্ণনা করতে হবে। তবুও কিছু বিশেষ বিশেষ কথা তুলে ধরবার চেষ্টা করছি মাত্র। এই সময় নরেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত, কীর্তন, ভক্তিমূলক সংগীত যেমন- শ্যামা সংগীত, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দি ভজন, রাগাশ্রিত বাংলা গান ইত্যাদি পরিবেশন করতেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নরেন্দ্রনাথ যতবারই গান পরিবেশন করতেন ততবারই তানপুরা ও তাল বাদ্য ব্যবহার করতেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে তানপুরায় তার বাঁধতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ অধৈর্য হয়ে উঠলেও তিনি তার বাঁধা সম্পন্ন না করে গান আরম্ভ করেননি। একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় "...এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে তানপুরাটি পাড়িয়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধিতেছেন। ঠাকুর ও সকলে অধীর হইয়াছেন। বিনোদ বলিতেছেন, বাঁধা আজ হবে, গান আর একদিন হবে" (সকলের হাস্য)। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন আর বলিতেছেন এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটি ভেঙে ফেলি। কি টং টং আবার তানা না না নেরে নুম্

হবে"।......ভবনাথ-যাত্রায় অমনি বিরক্তি হয়। নরেন্দ্র (বাঁধিতে বাঁধিতে)- সে না বুঝলেই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – ঐ ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে।......ঠাকুর হঠাৎ মাস্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আহা নরেন্দ্রের কি গান"।[২৭] তিনি রীতিমতো কলাবান্তের অধীনে থেকেই যে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তার আভাস আমরা এই ঘটনাগুলি থেকে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে থেকেই নরেন্দ্রনাথ গায়ক রূপে জনপ্রিয় ছিলেন। ফলস্বরূপ দেখাযাচ্ছে নরেন্দ্রনাথের বি.এ পরীক্ষা দেওয়ার আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নরেন্দ্রনাথের সংগীত শোনাবার অসংখ্যবার সুযোগ হয়। একসময় নরেন দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে দেখা করতে না আসায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং তাকে দেখার জন্য রামলালের সঙ্গে কলকাতায় নরেনের বাসায় এসে হাজির হন। কুশল সংবাদ, সন্দেশ ইত্যাদি বিনিময়ের পরেই শ্রী রামকৃষ্ণদেব আবদার করে বললেন ..."ওরে তোর গান অনেকদিন শুনিনি, গান গা'। অমনি তানপুরা লইয়া তাহার কান মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করিলেন"।[২৮]

সেই দিন থেকে প্রায় প্রতি সাক্ষাতের মাধ্যম-স্বরূপ সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব অবস্থা হওয়ার কথাও আমরা 'কথামৃত' আদিতে পেয়ে থাকি। আবার এও দেখা যায় যে তাঁর একটি গানে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনোই সন্তুষ্ট হচ্ছেন না , একই দিনে একাধিক গান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসার সুবিধার্থে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। যে বাড়িটিতে রামকৃষ্ণদেব কে রাখা হয়েছিল তাকে আমরা শ্যামপুকুর বাটী নামে চিনি। এই সময় নরেন্দ্রনাথ চার দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গান শোনায় যার কথা 'কথামৃতে' পাওয়া যায়। এই সময় সংগীতের কিছু অসাধারন ঘটনা আমরা কথামৃত থেকে জানতে পারি, তবে সেগুলো এখানে একত্রে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সেই বাড়িতে তিন মাস থেকে সেবা-শুশ্রুষা করার পর তাঁকে কাশিপুরস্থ বাগানবাড়িতে ওই বৎসরই ১১ই ডিসেম্বর আনা হয়। এই সময়েও নরেন্দ্রনাথ চার দিন শ্রীরামকৃষ্ণকে সংগীত পরিবেশন করে শুনিয়েছিলেন। এখানেই শেষ হল শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ গান শোনাবার পর্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের দিন দিন শরীরের অবনতি ঘটতে থাকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রক্ষা করেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৩ বছর। এ বছরেই নরেন্দ্রনাথ সংগীত কল্পতরু গ্রন্থের জন্য গীত-সংকলনের কাজ শেষ করেছিলেন।

এই সমগ্র আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের যে ঘরানাদারী তালিম, তা অতি দক্ষতার সাথেই গ্রহণ করেছেন এবং কলকাতার সংগীত জগতে বিখ্যাত হয়েছেন। ঔপপত্তিক দিক, বাংলা, হিন্দি বিভিন্ন ধরনের সংগীত সংগ্রহ তথা সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের বাদনকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন যা তিনি পরবর্তীকালে 'সংগীত কল্পতরু' নামক গ্রন্থে বিষয়গুলি সুচিন্তিত ভাবে তুলে ধরেছেন। নরেন্দ্রনাথের

জীবনের এই পর্বে সংগীতের আলোচনা এখানেই শেষ করা হচ্ছে। পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নরেন্দ্রনাথের সংগীতময় যে জীবন, সংগীত রচনা ইত্যাদি তুলে ধরা হবে।

সূত্র নির্দেশ-

১. দত্ত মহেন্দ্রনাথ,"স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী",৮ই আষাঢ় ১৩৭০, পৃ. -৫৪।

২. তদেব।

৩. শ্যামানন্দ স্বামী , "শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি", পৃ. ৫৪।

৪. 'Life of Swami Vivekananda", -by his eastern and western disciples, Advaita Ashram,1 Dec,1986, 6th edition'.p. 6

৫. Datta Dr. B.N. , 'Swami Vivekananda- patriot prophet', KK Publications, 2nd May 2016, p.153.

৬. শ্যামানন্দস্বামী , "শ্রীবিবেকানন্দ-কাব্যগীতি", পৃ. ৫৪।

৭. Datta Dr. B.N. , 'Swami Vivekananda- patriot prophet', KK Publications, 2nd May 2016, p.153.

৮. বসু প্রমথ নাথ ,'স্বামীবিবেকানন্দ', প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫৬ (শারদীয়া সপ্তমী), কলকাতা,পৃ.৭৫।

৯. তদেব।

১০. মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার ,"সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু",অক্টোবর ১৯৬৩,পৃ. ১৮।

১১. বসু প্রমথ নাথ , 'স্বামীবিবেকানন্দ', প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫৬ (শারদীয়া সপ্তমী), কলকাতা, পৃ.৭৫।

১২. বন্দ্যোপাধ্যায় মনিলাল সম্পাদিত 'নাট্যমন্দির' পৃঃ৭-৮। ১৩২১, (গিরিশ চন্দ্র ঘোষ লিখিত"দেশি নাট্যশালায় নিত্য লীলা")।

১৩. গঙ্গোপাধ্যায় অবিনাশ চন্দ্র, 'গিরিশচন্দ্র' , দেজ্ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ.২৭৮।

১৪. Datta Dr. B.N., 'Swami Vivekananda- patriot prophet', KK Publications, 2nd May 2016, p.155.

১৫. শাস্ত্রী শিবনাথ,'আত্মজীবনী', তৃতীয়সংস্করণ, পৃ. ৪৪৮।

১৬. 'Life of Swami Vivekananda", -by his eastern and western disciples, Advaita Ashram,1 Dec,1986, 6th edition'.p. 25.

১৭. মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার ,"সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু", অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ.২০।

১৮. DattaDr. B.N, 'Swami Vivekananda- patriot prophet', KK Publications, 2 may 2016, appendix,P-419.
১৯. মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু', অক্টোবর ১৯৬৩,পৃ. ২৬।
২০. বসুপ্রমথনাথ, 'স্বামী বিবেকানন্দ', প্রথম ভাগ, পৃ. ৭৫-৭৬।
২১. মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু', অক্টোবর ১৯৬৩,পৃ.২৭।
২২. দত্ত মহেন্দ্রনাথ, 'মাস্টার মশাইয়ের অনুধ্যান', পৃ.১০।
২৩. মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথ ,'বিবেকানন্দ-চরিত', চতুর্থ সংস্করণ, পৃ.৮১।
২৪. রায় চৌধুরী গিরিজাশংকর ,'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী', নতুন সংস্করণ, পৃ.১৭২।
২৫. মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথ , 'বিবেকানন্দ চরিত', চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৩।
২৬. DattaDr. B. N., "Life of Swami Vivekananda patriot prophet", KK Publications, 2 may 2016, p.155
২৭. শ্রীম্, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', পঞ্চম ভাগ, পৃ.পৃ. ১৮৬-৮৭।
২৮. সিংহ প্রিয়নাথ, 'স্বামীজির স্মৃতি', উদ্বোধন, ১৩১৭, ফাল্গুন সংখ্যা।